আর.ডি.বনশল নিবেদিত
সলিল দত্তের
ঘরের বাইরে ঘর

আর, ডি, বনশল এর নিবেদন

শ্রীমতি গীতালি দত্ত প্রযোজিত গীতালি পিকচার্সের চতুর্থ অর্ঘ্য

ঘরের বাইরে ঘর

সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **সলিল দত্ত**। কাহিনী : **চিত্তরঞ্জন মাইতির 'মাথুর'** অবলম্বনে। সংগীত : **মৃনাল বন্দোপাধ্যায়**। আবহ সংগীত : ভি, বালসারা। সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। চিত্র গ্রহন : কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। শিল্পনির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী। রূপসজ্জা : বসির আহমেদ। গীতরচনা : পুলক বন্দোপাধ্যায়, এস, পি, সিং। সংগীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, বলরাম বারুই, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। কণ্ঠ সংগীত : মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায়, তরুন বন্দোপাধ্যায়, অনিতা মজুমদার। শব্দগ্রহণ : লোকেন বসু। শব্দপুনর্যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। কর্মসচিব : সন্দীপ পাল, নিতাই সিংহ। কেশবিন্যাস : অসিত বাবু। পরিচয় লিখন : দিগেন স্টুডিও। স্থির চিত্রগ্রহন : স্টুডিও বলাকা। নৃত্য পরিকল্পনা : বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী। দৃশ্য সজ্জা : ইয়ং বেঙ্গল ডেকরেটর। আলোক সজ্জা : রসা ইলেকট্রিক। সাজসজ্জা : দানো দাসগুপ্ত। প্রচার সচিব : স্বপন ঘোষ।

অভিনয়ে—**সৌমিত্র চ্যাটার্জী সুমিত্রা মুখার্জী, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, গায়ত্রী মুখার্জী, উৎপল দত্ত, বিকাশ রায়, নন্দিনী মালিয়া** (অতিথি), চিন্ময় রায়, সত্য ব্যানার্জী, গীতা দেবী, হারাধন ব্যানার্জী, পারিজাত বসু, গীতা, মিস্ পলিন, মিস্ জুলি, (নৃত্যে), অনমিকা আরও অনেকে।

প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে নিউথিয়েটাস এক নম্বর ষ্টুডিওতে গৃহীত ও আর, বি, মেহেতার, তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

—ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ—

পরিচালনায় ঃ শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা, বিজন চক্রবর্ত্তী। চিত্রগ্রহনে ঃ অনিল ঘোষ, স্বপন নায়েক, সম্পাদনায় সুনীত সাহা। শিল্পনির্দ্দেশনায় ঃ শশাঙ্ক স্যান্যাল। ব্যবস্থাপনায় : দেবু হালদার। সহঃ ব্যবস্থাপনায় ঃ সতীশ দাস, দুখী নায়ক। রূপসজ্জা ঃ বেচু আহমেদ। সাজসজ্জা ঃ কার্ত্তিক লেঙ্কা। শব্দপুনর্যোজনায় ঃ ভোলা সরকার, গোপাল ঘোষ, রবীন চৌধুরী। পরিস্ফুটনে ঃ রবীন চ্যাটার্জী, ফনী সরকার, পঞ্চানন ঘোষ, কানাই ব্যানার্জী নিরঞ্জন চ্যাটার্জী। আলোক সম্পাতে ঃ সতীশ হালদার, দুখিরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, কেষ্ট দাস, অনিল পাল, বেনু দাস, বেনু ধর।

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সোমনাথ চ্যাটার্জী (এ্যাডভোকেট)। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম (কলিকাতা), কানাই দাস, ডাঃ সুরজিৎ ঘোষ (সাদান নারসিং হোম), মিঃ নাগরা (পোর্টকমিশনার কলকাতা), পি, এন, ব্যানার্জি, এস, এল, খৈতান, প্রদ্যুৎ কুমার মুখার্জি, শ্রীমতি রূপা মুখার্জি, শিলাদিত্য ব্যানার্জি, ডাঃ বিজয় শংকর বসাক, (অধ্যক্ষ) কমল বনশল।

পরিবেশনায় বিশ্ব-সত্ত্ব ঃ কেমে এণ্টারপ্রাইজেস্। পরিবেশক ঃ আর, ডি, বি, এ্যাণ্ড কোং।

কাহিনী

পিতা রুদ্রশংকরের আদেশে সদ্য বিবাহিত আনন্দ স্ত্রী সুপর্ণাকে নিয়ে একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য, ইচ্ছেমত নানান জায়গায় ঘুরে ফিরে মধুযামিনী কাটানো। সেই সময় একদিন আকস্মিক ভাবেই আনন্দ'র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিপাসার। কি যেন একটা বলতে গিয়ে বিপাশা বাধা পেল সুপর্ণার আবির্ভাবে। আনন্দকে নিজের ঠিকানা দিয়ে চলে গেল সে।

অতীত ঝলকে এক এক করে অনেক ঘটনা এসে পড়ে বিপাশার চোখের সামনে। কলেজের সেই সঙ্গীতানুষ্ঠান। সেখানে বিপাসার গান শুনে আকৃষ্ট হয়েছিল আনন্দ। তারপর আনন্দের সঙ্গে বিপাসার যোগাযোগ ঘটে। পরিচয় থেকে প্রেম। আনন্দ'র সহজ সরল 'মনের কাছে হার মেনেছিল বিপাশা। এক দুর্যোগের রাতে বাধ্য হয়েছিল দু'জনে একসঙ্গে রাত্রিবাস করতে। অনুশোচনার ভারে ভেঙ্গে পড়েছিল বিপাশা। আনন্দ দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে বিপাশাকে বিয়ে করবে। কিন্তু বিপাশা? সব কথা বলেছিল সেদিন। বিপাশা বিবাহিতা, জানতে পেরে স্তম্ভিত হয়েছিল আনন্দ। ধনী বিপত্নীক অতীশের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিপাশার। অতীশের অসততা এবং উচ্ছৃংখলতা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল বিপাশাকে। তারপর থেকে বিপাশার একক স্বাধীন জীবন। আর এই জীবনের প্রারম্ভেই এসেছিল আনন্দ। সব জেনেশুনে আনন্দ প্রেমকে পরিণয়ের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বিপাশাকে বিয়ে করে সুখী হ'তে চেয়েছিল। বাদ সেধেছিল আইন। প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের লিখিত প্রমান আবশ্যক। ইতিমধ্যে অতীশ ব্যবসায়ে সরকারকে ফাঁকি দিতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে সে এখন অসুস্থ। পক্ষাঘাতগ্রস্থ। এই অবস্থায় সে একটা চিঠি লিখেছিল বিপাশাকে। সেই চিঠিতে সুধু অপরাধ স্বীকার নয়, চরম আকুতি জানিয়েছিল, তাকে শেষ দেখা দেখবার জন্য। মৃত্যু পথযাত্রী স্বামীর শেষ আকুতি উপেক্ষা করতে পারেনি বিপাশা। নতুন ঘর বাঁধার আগে সে কারুর অভিশাপ কুড়োতে চায়নি। বিপাশার সিদ্ধান্তে

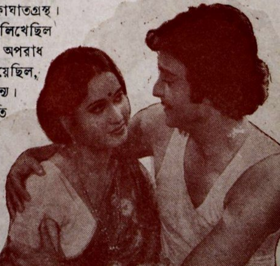

ভুল বুঝেছিল আনন্দ। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সে নতুন করে জীবন শুরু করার সংকল্প নিয়ে বিপাশার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। সেই সংকল্পের স্বরূপ যে আজকের সুপর্ণা — সেটা ভাবতে পারছে না বিপাশা। সে জানত আনন্দ, তারই মৃত্যুর সময় স্বামীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য সে যতই ক্ষুব্ধ হোক একদিন সে তার এই কর্ত্তব্য পালনের মহত্বকে স্বীকার করবেই। পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বামীকে সাহায্য করতে গিয়ে বিপাশা এক চরম সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। দুর্যোগের রাত্রির রাত্রিবাসের ফল স্বরুপ, সে আনন্দের সন্তানের গর্ভধারিণী। কিছুই গোপন করেনি বিপাশা, ফলে প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে অতীশের মৃত্যু হয়।

অতীত! সবই অতীত! নদীর জলে সদ্য লাগা রঙ ধুতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল স্বামীহারা বিপাশা। সুপর্ণার তাগিদেই আনন্দ হাজির হল বিপাশার আস্তানায়। জানতে পারল, শেষ সম্বল এই আস্তানাটুকু থেকে বিপাশা আজ কুলটা নারী বলে সন্তানসহ বিতাড়িত হচ্ছে—মৃত অতীশরায়ের আত্মীয় দ্বারা। কিন্তু বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল আনন্দ, যখন সে জানতে পারল বিপাশার শিশুপুত্রটি তারই ঔরসজাত সন্তান। আনন্দ যেন আর কিছু ভাবতে পারছে না। তার চোখের সামনে তারই রক্ত তারই সন্তান এমন করে ভেসে যাবে? কি অপরাধ এই নিস্পাপ শিশুটির। পিতৃহৃদয়ের অনিবার্য্য এক আকর্ষনে ঠিকানাহীন পৃথিবীর বুকে এক নারী আর শিশুটিকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল আনন্দ। পরে রইল তার পেছনের বিপুল ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণ আর বিবাহিতা কল্যানী গৃহবধু সুপর্ণা। মানুষ মনের মত একটি ঘর বেঁধে তার নিজের সুখ রচনা করতে চায়। নির্ম্ম নিয়তি অনেকসময় সে ঘর ভেঙে দিয়ে তাকে টেনে আনে ঘরের বাইরে আর একখানা ঘরের মধ্যে, ঘরের বাইরে ঘরে এসে পড়ার ট্যাজেডিতে। তবু মানুষ যুদ্ধ করে। সমস্ত বিপর্যয়ের মাঝেও তার হৃদয়ের মহত্ব গভীর অন্ধকারেও তাকে আলোর সন্ধান দেয় কি?
জানতে হলে ঘরের বাইরে ঘরের শেষটুকু পর্দায় দেখুন।

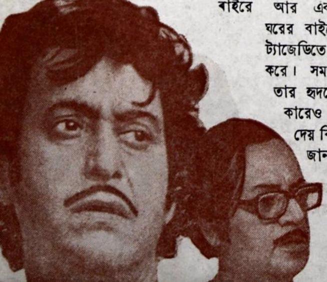

(১)

বিবাহের বৈদিক স্তোত্র

গায়ক—মান্না দে

ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ
ধ্রুবা সঃ পর্ব্বতা ইমে
ধ্রুবা স্ত্রী পতীকুলে ইয়ম্
ওং সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব
সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব
সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু।
ওং মমব্রতেতে হৃদয়ং দধাতু
মম চিত্তমনুচিত্তং তে হস্ত।
সাবিত্রী সত্যভামাচ সর্ব্বানী সর্ব্বমঙ্গলা
ভালেতে সিন্দুরম দদাতি স্বামী সৌভাগ্য বর্ধনম্
যদেতদ্ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম
যদেতাৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

—:—

(২)

কথা :- পুলক বন্দোপাধ্যায়

শিল্পী—আরতি মুখোপাধ্যায়

রাধা বিনোদিনী বলে কৃষ্ণ কানাই গো
আমি কেন এত একা তুমি পাশে নাই গো॥
বেশতো রয়েছ তুমি নিজেরই সুখে
ভুলেও ছাখোনা মরি কত যে দুঃখে
(ফোটে) মঞ্জুল হাসি তোমার অধরে যে তাই গো॥
বংশী নিয়ে তুমি রয়েছ বিভোর
ভাবনা তো কী বিরহে কে হোল কাতর
চতুর তুমি যে তাই বলছি তোমায়
(এমন) চতুরালী কর কিছু নিয়ে আমায়
এখন আমরা দুজন যাতে এক হয়ে যাই গো॥

—:—

কথা : এস্ পি সিং

শিল্পী—মান্না দে ও অনিতা মজুমদার

হায় এ বিতলে অগহনওয়াঁ
হাই আইল হো ফাগুনওয়া
ভাগমতি গোরিয়া খেলব আজ হোলী
চাহে চলিহেঁ গোলী
চড়াব চাহে শুলী
অবতক মিলত রহলী
লুকা চোরী চোরী ॥
হৈ হৈ কনক পিচকরিয়ামে
লাল গুলাল ভরি
দেখ কনখনিয়াসে
প্যার নজর ভরি —
এ কেতনা তু ভাগবু হায়
বাচান প্যাইবু চোলী ॥

—:—

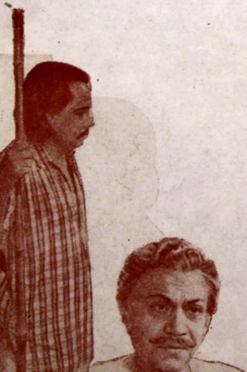

কথা : পুলক বন্দোপাধ্যায়

শিল্পী—আরতি মুখোপাধ্যায়

ফুল ফুটলো গোপনে কাঁটা বনে
রূপ দেখে, যেন তাকে, মালাতে চেয়োনা ॥
যত খুশী দেখনা, খুশী মনে
জেনে শুনে, বিষ কাঁটার, এ জ্বালা পেয়োনা ॥
আঁধার যদি মন্দ লাগে
ঝাড় বাতিটা দাও জ্বেলে দাও
(ওই) রঙীন আলোর রোশনি ছটায়
রাতটা আমার নাও মুছে নাও ॥
হাত বাড়িয়োনা পুড়ে যাবে
এ আগুন ছুঁয়োনা ॥
এ গান যদি ভাল লাগে
স্মৃতির বীণায় থাকি বাঁধা সে
(ঐ) সুরের তৃষা মিটিয়ে নিয়ো
সুর ধ্বনীর কুলে বসে
পথ হারিয়োনা ভেসে যাবে
জলে নেবো না ॥

—:—

মুক্তি আসন্ন !

আর. ডি. বনশল প্রযোজিত
সীতা
ইস্টম্যান কালার
পরিচালনা - অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জ্জী
চিত্রনাট্য ও সংলাপ-বিভূতি মুখোপাধ্যায়
সুর - নীতা সেন
সন্ধ্যা রায়, অসীম কুমার
বিপিন গুপ্ত, মৃণাল

কমল বনশল
প্রযোজিত
ওগো বধূ সুন্দরী
ইস্টম্যান কালার
পরিচালনা - সলিল দত্ত
সুর - বাপী লাহিড়ী
উত্তম কুমার, সুমিত্রা, মৌসুমী
রঞ্জিত মল্লিক, বিকাশ রায়, সন্তোষ দত্ত